৫.৭ ইংরেজ কোম্পানির অন্যান্য রাজ্যজয় ও ডালহৌসির স্বত্ববিলোপ নীতি

ক্ষুদ্র ভারতীয় রাজ্যগুলির ওপর ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে লর্ড ওয়েলেস্‌লির অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি ছিল প্রাথমিক পদক্ষেপ। এটা ছিল ভারতীয় রাজ্যগুলির ওপর

কোম্পানির পরোক্ষ শাসন প্রতিষ্ঠা। সম্ভবত এই প্রক্রিয়ায় লাভের পরিমাণ ছিল অনেক কম। তাই গভর্নর জেনারেল বেন্টিঙ্কের সময় থেকে একদল ব্রিটিশ নেতা সচেতনভাবে প্রচার করতে শুরু করলেন যে দেশীয় রাজন্যবর্গের থেকে ইংরেজ শাসন অনেক উৎকৃষ্টমানের এবং উপযোগিতাবাদের (utilitarianism) যুগে দেশীয় রাজ্যগুলির অস্তিত্ব বজায় রাখা সম্পূর্ণ অসঙ্গতিপূর্ণ ও বেমানান। ১৮৩২ সালে ফেব্রুয়ারি মাসে হাউস অফ্ কমন্স নির্বাচিত একটি কমিটির সামনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মিল বলেছিলেন—তোমরা ভারতবর্ষকে প্রত্যক্ষ শাসনাধীনে না আনলে সেখানে ন্যায়বিচার হবে না (There will be no justice, unless you administer it.)। গভর্নর জেনারেল বেন্টিঙ্ক সমগ্র মহীশূর রাজ্যকে ব্রিটিশ শাসনাধীনে নিয়ে আসেন। তারপর বেন্টিঙ্ক কুর্গ রাজ্যকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করেন এবং অজুহাত হিসাবে বলেন—একটি ন্যায়সঙ্গত ও নিরপেক্ষ শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যেই কুর্গকে ইংরেজ সাম্রাজ্যভুক্ত করা হয়েছে। তারপর লর্ড ডালহৌসিও একই ধরনের নীতি চালিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি তাঁর স্বত্ববিলোপ নীতি (Policy of Doctrine of Lapse)-র সাহায্যে সাম্রাজ্যবাদী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন ও ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিস্তার ঘটান। স্বত্ববিলোপ নীতিতে বলা হয়েছিল যে সমস্ত দেশীয় রাজার কোনো পুত্র উত্তরাধিকারী থাকবে না, সেই রাজার রাজ্য ইংরেজরা হস্তগত করবে। ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তারের ক্ষেত্রে এই নতুন নীতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। কিন্তু এই নীতি ছিল কোম্পানির সরকারের ১৮২৫ সালের গৃহীত প্রস্তাবের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। উক্ত প্রস্তাবে বলা হয়েছিল—সার্বভৌম নৃপতিদের হিন্দু আইন অনুযায়ী পোষ্য গ্রহণের পূর্ণ অধিকার আছে। ইংরেজ সরকার এই অধিকার মেনে নিতে বাধ্য। কিন্তু ১৮৪৮ সালে ডালহৌসি এই প্রস্তাবকে লঙ্ঘন করেন। সাতারা (১৮৪৮), সম্বলপুর (১৮৪৯), ঝাঁসি (১৮৫৩) ও নাগপুর (১৮৫৪) প্রভৃতি অঞ্চলকে স্বত্ববিলোপ নীতির প্রয়োগ ঘটিয়ে একের পর এক ইংরেজ সাম্রাজ্যভুক্ত করা হয়। অঞ্চলগুলি দখল করার সময় এই এলাকার শাসকদের কোনো সুযোগ দেওয়া হয়নি। এই রাজ্যগুলি সরাসরি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করার ফলে ইংরেজ সরকারের রাজস্ব বাবদ আয় বছরে ৫ মিলিয়ন পাউন্ড বৃদ্ধি পায়। নাগপুর দখল করে ডালহৌসি নিজেই স্বীকার করেন—"এর ফলে আমাদের সামরিক শক্তি সুসংবদ্ধ হবে, বাণিজ্যিক সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাবে এবং বাস্তব দিক দিয়ে আমাদের শক্তি আরও সুসংগঠিত হবে।" লন্ডনের কোর্ট অফ্ ডাইরেক্টরস্ ডালহৌসির এই পদক্ষেপের বিরুদ্ধে বিশেষ আপত্তি জানায়নি। কিন্তু বিরোধিতা এসেছিল অন্য জায়গা থেকে। সাতারার রেসিডেন্ট বার্টলে ফ্রেরে, লাহোরের রেডিডেন্ট হেনরি লরেন্স, নাগপুরের রেসিডেন্ট মানসেল ও কলকাতার কিছু ইংরেজ এই রাজ্যগুলি দখলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিলেন। এই ইংরেজরা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন—ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ভারতে টিকিয়ে রাখার জন্য বিভিন্ন ভারতীয় রাজ্যের ঐতিহ্যশালী অভিজাততন্ত্রের সঙ্গে ইংরেজদের মিত্রতা বজায় রাখা ছিল অত্যন্ত জরুরি।

ডালহৌসির সর্বশেষ পদক্ষেপ ছিল ১৮৫৬ সালে অযোধ্যাকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করা। তবে এক্ষেত্রে স্বত্ববিলোপ নীতির প্রয়োগ করা হয়নি। অভ্যন্তরীণ অপশাসনের অজুহাতে অযোধ্যা ইংরেজরা দখল করেছিল। কিন্তু অযোধ্যা দখলের প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল সম্পূর্ণ

স্বতন্ত্র। ইংরেজরা অযোধ্যার উর্বর অঞ্চলকে সরাসরি নিয়ন্ত্রিত করে ভূমিরাজস্ব বাবদ আয় বাড়াতে চেয়েছিল, ঐ অঞ্চলে ব্রিটিশ বাণিজ্যের অবাধ অগ্রগতি ঘটিয়ে কোম্পানি আরও অধিক মুনাফা লুঠতে চেয়েছিল এবং সর্বোপরি ঐ অঞ্চলের একদল প্রভাবশালী আর্থিক গোষ্ঠী, যারা বিগত চল্লিশ বছর ধরে কোম্পানিকে দেয় ঋণের মাধ্যমে প্রচুর টাকা বিনিয়োগ করেছিল, তাদের সাথে ইংরেজরা একটা সম্পর্ক গড়ে তুলতে আগ্রহী ছিল।

ইংরেজ কোম্পানির উদ্দেশ্য ছিল একটাই। গোটা ভারতবর্ষ জুড়ে সাম্রাজ্য বিস্তার করা। কিন্তু বিভিন্ন অঞ্চল দখল করার ক্ষেত্রে তারা বিভিন্ন ধরনের অজুহাত গ্রহণ করেছিল। পাঞ্জাব দখল করা হয়েছিল সেখানে একটি অভ্যুত্থান ঘটার অজুহাতে। নিজাম কোম্পানিকে তাঁর ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হয়েছিলেন বলে বেরার দখল করা হয়েছিল। সম্বলপুরের রাজার কোনো উত্তরাধিকারী ছিল না। তাই সম্বলপুরকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করা হয়। সাতারা, ঝাঁসি ও নাগপুর দখলের কারণ ছিল—এই অঞ্চলের শাসকদের মনোনীত উত্তরাধিকারীদের ডালহৌসি স্বীকার করেননি। অপশাসনের অজুহাতে ডালহৌসি অযোধ্যাকে ব্রিটিশ শাসনাধীনে নিয়ে এসেছিলেন। সিলি (Seeley) বলেছেন—"ডালহৌসি ছিলেন প্রাশিয়ার মহান ফ্রেডেরিকের ধরনের শাসক। তিনি এমন কিছু কাজ করেছিলেন যেগুলিকে সাইলেসিয়া অবরোধের মতো বা পোল্যান্ড ব্যবচ্ছেদের মতো ন্যায়সঙ্গত পদক্ষেপ হিসাবে প্রতিপন্ন করা কঠিন। এগুলি ছিল উচ্চাকাঙ্ক্ষাজনিত অন্যায় কাজ"—(Dalhousi stands out in history as a ruler of the type of Frederick the Great, and did deeds which are almost as difficult to justify as the seizure of Silesia or the partitioin of Poland. But these acts .... are crimes of ambition.)।